মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত প্রথম সুদীর্ঘ ম্যুরাল চিত্র

আবহমান বাঙলা বাঙালী

শিল্পী সবিহ-উল আলম
শিল্পী তাজুল ইসলাম
শিল্পী এনায়েত হোসেন
শিল্পী রফিকুল ইসলাম
শিল্পী আবুল মনসুর
শিল্পী চন্দ্র শেখর দে
শিল্পী মোহাম্মদ শওকত হায়দার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধ শুধুমাত্র একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করেনি এটি জাতীয় পরিচয় ও তার পিছিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করেছে। পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধে বিজয় এনে দিয়েছে পুনরুজ্জীবন এবং নবতর সৃজনশীলতার উদ্দীপনা। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে আমাদের সব ধরণের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে, যা এখনও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তীতে দৃশ্যশিল্পের রুচি এবং সৃজনশীলতার উত্থানে মুক্তিযুদ্ধ এক গতিময় চালিকা শক্তি।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামে অবস্থানরত একদল প্রগতিশীল তরুণ চিত্রশিল্পী স্বাধীনতার শেকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে ১৯৭২ সালে "আবহমান বাঙলা বাঙালী" শীর্ষক একটি বৃহৎ ম্যুরাল চিত্র অংকন করেন। তেরটি খণ্ডে বিভক্ত এই সুদীর্ঘ ম্যুরাল চিত্রে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাসের একটি শৈল্পিক রূপ। ম্যুরাল চিত্রের সিরিজ প্যানেলগুলো হার্ডবোর্ডের উপর দেশীয় তৈরি রঙে আঁকা। প্যানেলগুলো বিষয়ভিত্তিক ক্রমানুযায়ী রূপসী বাংলা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় -এ এসে শেষ হয়। বাঙালী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তেরটি ভিন্ন ভিন্ন প্যানেলে শিল্পীরা বাংলার মানুষের সাধনা, ত্যাগ, সংগ্রাম ও অর্জনের গৌরবগাঁথাকে ধারণ করেছেন। বর্তমানে এই ম্যুরাল চিত্রের তেরটি প্যানেলই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রগতিশীল ছাত্রদের সাংস্কৃতিক সংগঠন "অতি সাম্প্রতিক আমরা", -এর কাছ থেকে ১৯৭৬ সালে ক্রয় করা হয়। ঐতিহাসিক এই শিল্পকর্ম ইতোমধ্যে ভারতের কলকাতায় এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রদর্শিত হয়েছে।

আবহমান বাঙলা বাঙালী

চবিজা ৫৬৬
সাইজ : ৮ x ৪ ফিট, ১৩ প্যানেল ; মোট ১০৪ ফুট
মাধ্যম : হার্ড বোর্ডে দেশীয় তৈরী রঙে আঁকা ম্যুরাল চিত্র
সময় কাল : ১৯৭২
অতি সাম্প্রতিক আমরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্রয়কৃত

তেরোটি প্যানেলের শিরোনাম গুলো যথাক্রমে :

১. রূপসী বাংলা
২. পথভোলা পূজারী
৩. প্রজ্ঞার মশাল হাতে
৪. নীড় সন্ধানী মুসাফির
৫. আধাঁরের তুণ
৬. রাজশক্তি রাজরোষ
৭. মৃত্যুর তর্জনী
৮. লোলুপ ছোবল
৯. প্রতিরোধের স্বর
১০. নাগিনীর নিশ্বাস
১১. জীবনের স্বরগ্রাম
১২. একাত্তুরের ভয়ংকর
১৩. বিজয়।

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ১ | রূপসী বাংলা

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ২ | পথভোলা পূজারী

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৩ | প্রজ্ঞার মশাল হাতে

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৪ | নীড় সন্ধানী মুসাফির

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৫ | আধাঁরের তুণ

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৬ | রাজশক্তি রাজরোষ

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৭ | মৃত্যুর তর্জনী

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৮ | লোলুপ ছোবল

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ৯ | প্রতিরোধের স্বর

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ১০ | নাগিনীর নিশ্বাস

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ১১ | জীবনের স্বরগ্রাম

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ১২ | একাত্তরের ভয়ংকর

আবহমান বাঙলা বাঙালী
প্যানেল ১৩ | বিজয়

আবহমান বাংলা বাঙ্গালী
ম্যুরাল চিত্রের এই ক্যাটালগ
প্রফেসর ড. ইমরান হোসেন
পরিচালক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক
২৬ মার্চ ২০১৭ সালে প্রকাশিত।

স্বত্ব ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর।

গ্রন্থনা ঃ
জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

ফটোগ্রাফী :
দেবপ্রসাদ দাস দেবু

প্রকাশনা সহযোগীতায় ঃ
মোহাম্মদ লোকমান
আবদুস শাকুর
মকছুদুর রহমান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।